আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত মুসা (আ:) এর দোয়াসমূহ"**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আরাফা ৭:১৪১ ও ১৫১

১. (মুসা উপর যখন ওহি নাযিল করার জন্য আল্লাহ ডেকেছিলেন, তখন মূসা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলো। আল্লাহ বলেছিলেন, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। তবে ওই পাহাড়ের দিকে তাকাও। আল্লাহর তাজাল্লীতে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং মূসা জ্ঞানহীন হয়ে পড়লো। জ্ঞান ফিরলে মুসা দোয়া করেছিল) "মহাপবিত্র ত্রুটিমুক্ত তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।

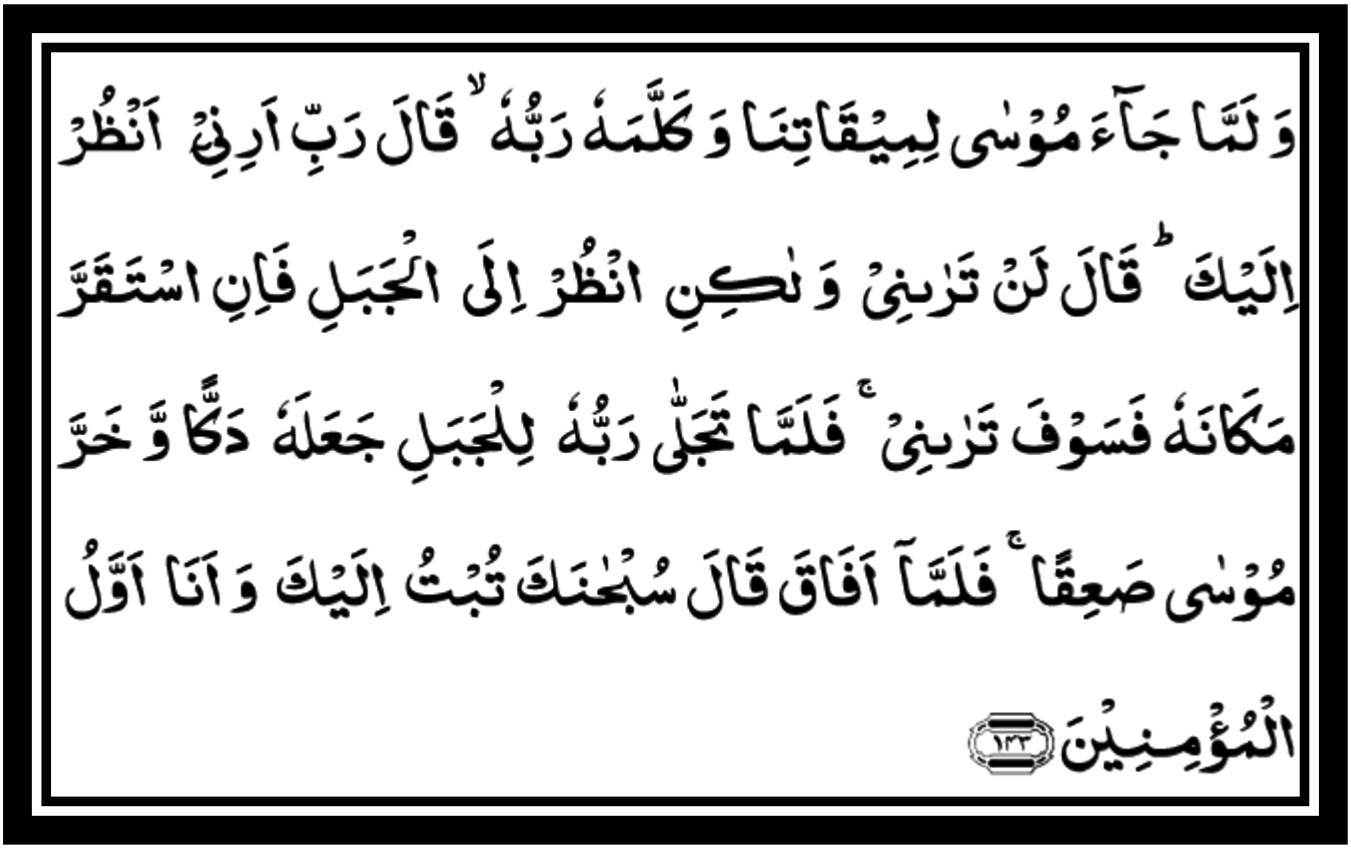
وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ
اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ
مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সঙ্গে কথা বলিলেন তখন সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো। তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, উহা সবস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলো তখন বলিল, মহিমায় তুমি আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আল-আরাফা ৭:১৪১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

২. (ওহি নাজিলের পর যখন মূসা ফিরে এল, তখন দেখতে পেল তার কওম আল্লাহকে বাদ দিয়ে বাছুরের মূর্তি বানিয়ে পূজা শুরু করেছে এবং কওম মুসার ভাই হারুনের কথা শোনেনি। মুসা ওই মূর্তি জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলো) "আমার প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার ভাইকেও, এবং আমাদেরকে দাখিল করো তোমার রহমতের মধ্যে।

মুসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর, এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আল-আরাফা ১৫১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ত্বাহা ২০:২৪ থেকে ৩৬</u>

৩. মুসাকে আল্লাহ বললেন, তুমি ফেরাউনের কাছে যাও সে সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ করেছে, তখন মূসা দোয়া করেছিল। "আমার বক্ষ প্রশস্তকরে দাও, আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দাও।"

ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। (সূরা ত্বাহা ২০:২৪)

মুসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও। (সূরা ত্বাহা ২০:২৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও, (সূরা ত্বাহা ২০:২৬)

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও, (সূরা ত্বাহা ২০:২৭)

যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। (সূরা ত্বাহা ২০:২৮)

আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; (সূরা ত্বাহা ২০:২৯)

আমার ভ্রাতা হারুনকে; (সূরা ত্বাহা ২০:৩০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর, (সূরা ত্বাহা ২০:৩১)

ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর, (সূরা ত্বাহা ২০:৩২)

যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর; (সূরা ত্বাহা ২০:৩৩)

এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। (সূরা ত্বাহা ২০:৩৪)

তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা ত্বাহা ২০:৩৫)

তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল। (সূরা ত্বাহা ২০:৩৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:১৬</u>**

৪. (মুসা অসতর্কতা বশত একজন লোককে হত্যা করে বসে, তখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে) "আমার রব আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।"

সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২১ থেকে ২৮

৫. মুসা নিজ দেশ থেকে বেরিয়ে মাদায়েনে এসে পৌঁছিল। তখন সে পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত সহায় সম্বলহীন। রাজপ্রাসাদ পালিত ও বর্ধিত মুসা তখন আশ্রয়হীন, সে অবস্থায় সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে) "আমাকে জালিম কওমের (ফিরাউন) কবল থেকে রক্ষা কর।"আমার প্রভু ! তুমি আমাকে যে আতিথ্যের বাবস্থায়ই করে দেবে আমি তার মুখাপেক্ষী।"

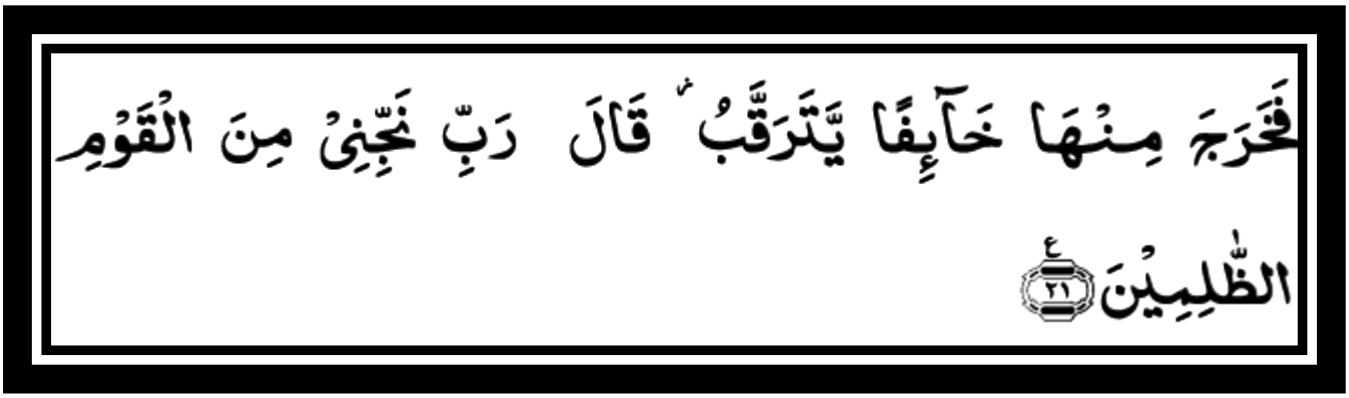

ভীত সতর্ক অবস্থায় সে সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বলল ' হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর।' (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২১)

যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন।' (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۖ وَ
وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا
نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۖ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করিতেছে এবং উহাদের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদের পশুগুলিকে আগলাইতেছে। মুসা বলিল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করিতে পারি না, যতক্ষন রাখালেরা উহাদের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২৩)

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ
خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

মুসা তখন উহাদের পক্ষে জানোয়ারগুলিকে পানি পান কৰিলো। তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তো তাহার কাঙ্গাল।" (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

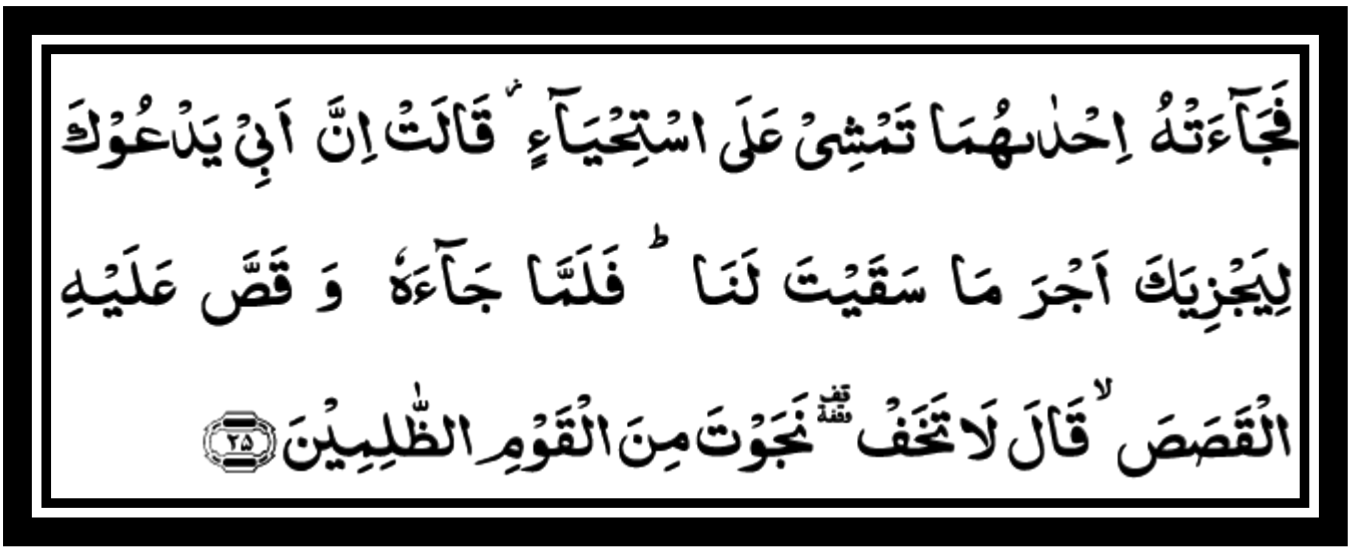
فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِیْ عَلَى اسْتِحْیَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْكَ
لِیَجْزِیَكَ اَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَیْهِ
الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۟ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۵﴾

তখন নারীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রন করিতেছেন, আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ভয় করিও না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ।' (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২৫)

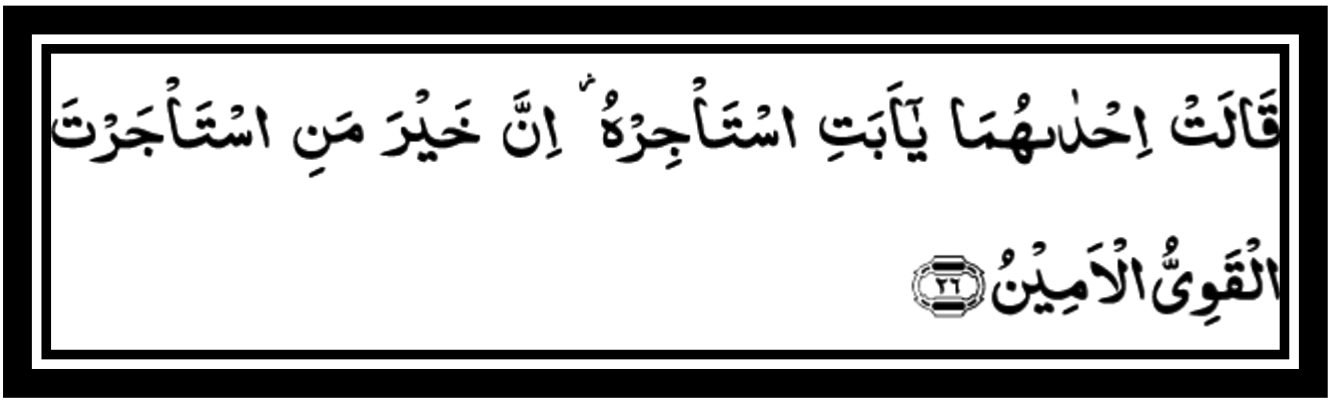
قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا یٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ
الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ ﴿۲۶﴾

উহাদের একজন বলিল, হে পিতা ! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যাক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

সে মুসাকে বলিল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে , যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচার পাইবে।' (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২৭)

قَالَ ذَٰلِكَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَۖ أَيَّمَا ٱلۡأَجَلَيۡنِ قَضَيۡتُ فَلَا عُدۡوَٰنَ عَلَيَّۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٞ ٢٨

মুসা বলিল, 'আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল এই দুইটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলেছি আল্লাহ তাদের সাক্ষী। (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮:২৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা রাজপ্রাসাদের আরাম ও আয়েশ যৌবন বয়স পর্যন্ত লালিত পালিত মুসা আশ্রয়হীন অবস্থায় মাদায়েনে পৌঁছালেন, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করলেন। মুসা ১০ বছর পর্যন্ত কায়িক পরিশ্রমের কাজ পেলেন। নবীদেরকে আল্লাহ এ ভাবে পরীক্ষা করেন ও ট্রেনিং দান করেন। এর পরই আল্লাহ তায়ালা মুসাকে নবীয়ত দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন ফেরাউনের কাছে যাওয়ার জন্য। নবী রাসূলগণ আল্লাহ যে অবস্থায় রাখেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আমাদের উচিত আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সৎ পথে জীবন যাপন করা। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/